**“মাদক ব্যবসায়ীর পক্ষ নিয়ে নির্দোষ ব্যক্তিকে ফাঁসালেন দুই পুলিশ কর্মকর্তা” সংক্রান্ত অভিযোগ (সুয়ো মটো ৩২/১৮)**

‘বাংলা ট্রিবিউন’ পত্রিকায় “মাদক ব্যবসায়ীর পক্ষ নিয়ে নির্দোষ ব্যক্তিকে ফাঁসালেন দুই পুলিশ কর্মকর্তা” এবং ‘সমকাল’ পত্রিকায় “মাদক মামলার ভয় দেখিয়ে লাখ টাকা দাবি ওসির’ শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদের প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। প্রকাশিত সংবাদে উল্লেখ করা হয় যে, ভুক্তভোগী কামাল উদ্দিন চাঁদা দাবির পর টাকা দিতে না পারায় ভাষাণটেক থানার ওসি মুন্সি সাব্বির আহমেদ ও পরিদর্শক (তদন্ত) নূরূল ইসলাম হিরোইন মামলায় অভিযুক্ত করার হুমকি দেন এবং পরবর্তী সময়ে তাঁকে মারামারি মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে কারাগারে পাঠানো হয়। পরবর্তী সময়ে তিনি আদালত থেকে জামিন নেন।

ভুক্তভোগী কামাল উদ্দিন পুলিশ সদর দপ্তরে অভিযোগ করেন। উক্ত অভিযোগে তিনি উল্লেখ করেন যে, থানায় সোপর্দ করার পর অভিযুক্ত দুই পুলিশ কর্মকর্তা তাঁকে নানারকম হুমকি এবং মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে হয়রানি করেন।

একজন পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে এটি একটি গুরুতর অভিযোগ। বিষয়টি সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান প্রয়োজন। এ পরিপেক্ষিতে ২৫/০৫/১৮ তারিখে নিম্নোক্তভাবে দুই সদস্য বিশিষ্ট একটি অথ্যানুসদ্ধান কমিটি গঠন করা হয়েছে:

০১। বাঞ্ছিতা চাকমা, সদস্য, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন-আহবায়ক।

০২। মোহাম্মদ গাজী সালাউদ্দিন, উপ-পরিচালক (অভিযোগ ও তদন্ত) (চলতি দায়িত্ব), জাতীয় মানবাধিকার কমিশন-সদস্য সচিব।

তথ্যানুসন্ধান কমিটিকে প্রকাশিত সংবাদের বিষয়ে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে ১০ কার্যদিবসের মধ্যে কমিশনে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য বলা হয়েছে।